দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 09 AUG 1998 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

হলের ডাইনিং-ক্যান্টিনে 'ফাউ' খাওয়ার অত্যাচার ॥

ক্যাডারদের হাতে কর্তৃপক্ষ জিম্মি

আনোয়ার আলদীন ॥ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হলগুলির ডাইনিং-ক্যান্টিন এবং ঝুপড়ি দোকান হইতে ছাত্র সংগঠনের সন্ত্রাসী ক্যাডাররা প্রতিদিন অন্ততঃ ৯ হাজার টাকার 'ফাউ' খায়। আবাসিক হলের ডাইনিং-ক্যান্টিনে গত দুই মাসে 'ফাউ' খাওয়ার অংক দাঁড়াইয়াছে তিন লক্ষাধিক টাকা। অধিকাংশ ঝুপড়ি দোকানের 'ফাউ' ইহার বাহিরে। এমনকি হলের সেলুন হইতে ক্যাডাররা চুল কাটাইয়া, শেভ করিয়াও পয়সা দেয় না। হলগুলির ডাইনিং-ক্যান্টিনের ম্যানেজারদের নিকট হইতে উল্লেখিত তথ্য মিলিয়াছে। 'ফাউ' খাওয়াইতে অপারগতা প্রকাশ করিলেই নির্যাতনের শিকার হইতে হয় ডাইনিং-ক্যান্টিন এবং ঝুপড়ি বয়দের। গত ২৫ দিনে এফ রহমান হল, বঙ্গবন্ধু হল ও সূর্যসেন হলের ৫/৬ জন ক্যান্টিন ও দোকান বয় ক্যাডারদের হাতে নির্মমভাবে প্রহৃত হইয়াছে। এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় এবং হল প্রশাসন কোন কার্যকর পদক্ষেপ নিতে পারিতেছে না। হল প্রশাসন কার্যতঃ ক্যাডারদের হাতে জিম্মি। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল হল ছাত্রলীগের নিয়ন্ত্রণে। ছাত্রদলের দখলে কোন হল না থাকিলেও উত্তরপাড়ার দুইটি হলে তাহাদের ক্যাডাররাও 'ফাউ' খাইয়া থাকে।

খোঁজ নিয়া জানা যায়, এফ রহমান হলে গত কিছুদিনে সর্বাধিক ৪২ হাজার টাকার 'ফাউ' খাইয়াছে ক্যাডাররা। ক্যান্টিন ম্যানেজার দুদু মিয়া এই 'ফাউ'-এর খাতা হল প্রভোষ্ট ডঃ হারুন-অর-রশীদের নিকট জমা দিলে প্রভোষ্ট হল

(১৫শ পৃষ্ঠায় ৪-এর কঃ দ্রঃ)

হলের ডাইনিং ক্যান্টিনে

(শেষ পৃঃ পর)

শাখার ছাত্রলীগের ৪৫ জন ক্যাডারের নামে চিঠি প্রেরণ করেন। চিঠিতে অবিলম্বে ক্যান্টিনের টাকা পরিশোধের নির্দেশ দেওয়া হয়। এই ঘটনার পর ক্যাডাররা টাকাতো দেয়ই নাই, উপরন্তু ক্যান্টিন ম্যানেজার দুদুকে গত সোমবার মারধর করে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হলে প্রতিদিন গড়ে দেড় হাজার টাকার 'ফাউ' খায় ক্যাডাররা। এই হলের ডাইনিং-ক্যান্টিনে ক্যাডারদের বাকীর পরিমাণ ৩৫ হাজার টাকা। ইহাছাড়া হলের দুইটি দোকানে 'ফাউ' খাইয়াছে ১০ হাজার টাকা। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা হল কর্তৃপক্ষকে জানাইলে প্রভোষ্ট টাকা শোধ করার নির্দেশ দেন। কিন্তু শোধ হয় নাই। উপরন্তু গতকাল হল প্রভোষ্ট একজন বহিরাগত ছাত্রলীগ ক্যাডার দ্বারা প্রাণনাশের হুমকির শিকার হইয়াছেন। গত শুক্রবার রাতে 'ফাউ' খাইতে না দেওয়ায় ছাত্রলীগের একজন বহিরাগত ক্যাডারের হাতে দোকান মালিক মনির মারাত্মকভাবে আহত হয়। পরে হল প্রভোষ্ট ডঃ আবদুল আজিজ গতকাল উক্ত ক্যাডারকে হল ত্যাগের নির্দেশ দিলে তিনি প্রাণনাশের হুমকির শিকার হন। পরে পুলিশ পংকজ মল্লিক নামে বহিরাগত গোপালগঞ্জ গ্রুপের এই ক্যাডারকে গ্রেফতার করে।

সূর্যসেন হলের ক্যান্টিন এবং ক্যাফেটেরিয়া হইতে প্রতিদিন সন্ত্রাসী ক্যাডাররা এক হাজার টাকার বাকীর নামে 'ফাউ' খায়। এই হলের ক্যান্টিনে বাকী পড়িয়াছে ২০ হাজার টাকা আর ক্যাফেটেরিয়ায় ২৫ হাজার টাকা।

ফজলুল হক হলে বাকী পড়িয়াছে ২৩ হাজার টাকা, শহীদুল্লাহ হলে ১৭ হাজার টাকা এবং মুহসীন হলে ২২ হাজার টাকার বাকী খাইয়াছে ক্যাডাররা। এই হলের ঝুপড়ি দোকানগুলিতে 'ফাউ' খাওয়ার হিসাব দিতে পারে নাই দোকানীরা। জিয়া হলে ১৩ হাজার টাকা, জসিম উদ্দিন হলে ১২ হাজার টাকা বাকী বা 'ফাউ' খাইয়াছে ক্যাডাররা।

জানা গিয়াছে, ক্যাডাররা কেবল 'ফাউ' খাইয়াই সন্তুষ্ট নয়। তাহারা অনেক সময় ডাইনিং-ক্যান্টিন হইতে চাঁদাও নিয়া থাকে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উত্তরাংশের হলগুলিতে 'ফাউ' খাওয়ার পরিমাণ দিন দিন বাড়িলেও হল প্রশাসনিক কঠোরতার কারণে জগন্নাথ হলে এই প্রবণতা এখন বন্ধ রহিয়াছে। ক্যাডাররা বাকীর কথা বলিলেও টাকা-পয়সা দেয় না। মাঝে মধ্যে ক্যাডার গ্রুপের নেতারা যৎকিঞ্চিৎ বাকী পরিশোধ করিয়া থাকে। তবে ইদানীং তাহার পরিমাণ আরও কমিয়াছে। এই অবস্থায় ডাইনিং-ক্যান্টিন ইজারা নিয়া অবশেষে অনেককে কপর্দকশূন্য হইয়া হল ছাড়িতে হয়। ইহা ছাড়া অধিকাংশ সময় 'ফাউ'-এর চাপ সহিতে না পারিয়া ডাইনিং-ক্যান্টিন বন্ধ রাখিতে হয়।

ভিসির বক্তব্য

ভিসি প্রফেসর আজাদ চৌধুরী ডাইনিং-ক্যান্টিনের 'ফাউ' খাওয়া বন্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া জানান। তিনি বলেন, আর কাহাকেও ক্ষমা করা হইবে না। প্রয়োজনে পুলিশী ব্যবস্থার মাধ্যমে ইহাদের গ্রেফতার ও শায়েস্তা করা হইবে।